ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৪২ ● কলকাতা ● ৩০ মাঘ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বাজেট অধিবেশনের পর সাংবাদিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

CESC-তে বিদ্যুতের দাম নিয়ে অসন্তোষ আছে অনেকের মধ্যে। যা অজানা নয় মুখ্যমন্ত্রীর। এদিন রাজ্য বাজেট পেশের পর সাংবাদিক বৈঠকে তাই বিদ্যুতের দামের প্রসঙ্গ উঠে এল মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। দেউচা পাচামির কথা বলতে গিয়ে বিদ্যুতের দাম এবং CESC প্রসঙ্গ তুলে আনলেন তিনি। এর পাশাপাশি তাঁর মতে, আগামী দিন বিদ্যুতের দাম আরও সস্তা হয়ে যাবে।সেটা

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

ছাব্বিশের আগে গ্রামমুখী বাজেট মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বছর খানেক বাদে রাজ্য বিধানসভা ভোট। তার আগে রাজ্য বাজেটে গ্রামাঞ্চলে বাড়তি নজর দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে সরাসরি আমজনতাকে সুবিধাভোগীর তালিকায় আনা, বাজেটে সব দিক নজরে রাখার চেষ্টা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আসলে শহরাঞ্চল তৃণমূলের অভেদ্য দুর্গ। গত কয়েকটি নির্বাচনে হাজার চেষ্টা করেও কলকাতা বা শহরতলিতে সেভাবে দাঁত ফোঁটাতে পারেনি বিরোধী শিবির। সে তুলনায় গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও সংগঠন তৈরি হয়েছে বিজেপির। বিশেষ করে বাংলাদেশ আবহে গ্রাম বাংলায় মেরুকরণের মাধ্যমে শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। কোথাও কোথাও দলের অন্দরের বিবাদও চিন্তার কারণ হতে পারে তৃণমূলের জন্য। সম্ভবত সে সব ভেবেই ছাব্বিশের ভোটের আগে রাজ্য বাজেটে বাড়তি জোর দেওয়া

এরপর ৩ পাতায়

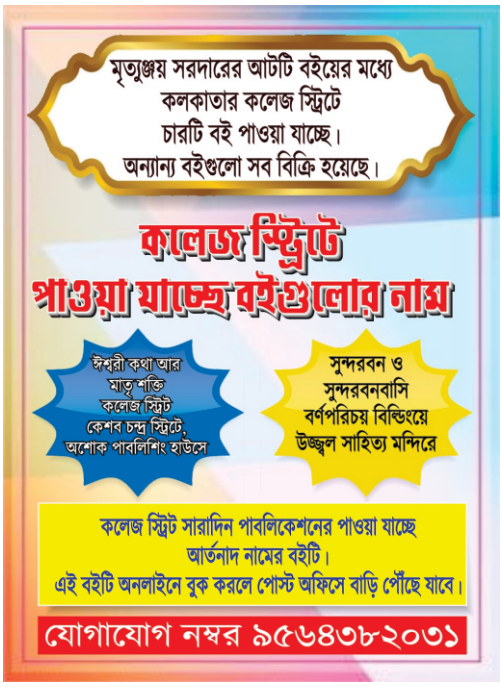

শাশুড়ির মৃত্যুর ৬ বছর পরে পোস্ট অফিসের না পাওয়া টাকা ফেরৎ পেলেন রুমা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঝাড়গ্রাম: জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে পোস্ট অফিসের না পাওয়া টাকা পেলেন রুমা ভদ্র। সেই টাকাতেই এবার মেয়ের দিতে পারবেন রুমা। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা ঠিক কী? আসলে নাতনির বিয়ের উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে পোস্টঅফিসে নিজ নামে ১০ হাজার টাকা রেখেছিলেন রুমা ভদ্রের শাশুড়ি অনুছায়া ভদ্র।

এরপর রুমা শাশুড়ির মৃত্যু সার্টিফিকেট পেয়ে বিচারকের কাছে করেন যে, 'আমি একজন মহিলা, আমার পায়ের সমস্যা রয়েছে, পোস্ট অফিস সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নেই। আপনার কাছে একটাই অনুরোধ, আমি যাতে সমস্ত টাকা হাতে পাই তার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিন।' এরপর রুমার অনুরোধে বিচারক "অধিকার মিত্র" রীতাকে নির্দেশ দেন পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যাটি দ্রুত মিটানোর জন্য। অবশেষে রুমা শুক্রবার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে শাশুড়ির টাকা সুদ সমেত (২৪২০৩ টাকা) ফেরৎ পান। এরপর বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অফিসে এসে সচিব তথা বিচারক সুক্তি সরকারকে ধন্যবাদ জানান রুমা। তিনি জানান, 'মেয়ের বিয়ে নিয়ে খুবই চিন্তায় ছিলাম, এই টাকা হাতে পাব না বলে আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবে গ্রামের কিছুজন আমাকে অধিকার মিত্র রীতার কথা বলেন, আমার ছয় বছরের অভিযোগ জানানোর তিন মাসের মধ্যেই সমাধান হল। এখন নিশ্চিন্তে মেয়ের বিয়ে দিতে পারব। নমিনি হিসেবে বৌমা রুমাকে রেখেছিলেম। কিন্তু ২০১৮ সালে শাশুড়ি অনুছায়া ভদ্রের আচমকাই মৃত্যুর পর বিপাকে পড়ে যান রুমা ভদ্র। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের অন্তর্গত বেলিয়াবেড়া থানার চোরচিতা গ্রামের বাসিন্দা রুমা ভদ্র। কারণ পোস্ট অফিসের টাকা তুলতে গেলে পোস্ট অফিস কতৃপক্ষ জানান, যেহেতু তাঁর শাশুড়ির নামে টাকা রয়েছে, তাই ক্লেম করতে হলে শাশুড়ির মৃত্যুর শংসাপত্র লাগবে।এদিকে রুমার শাশুড়ির মৃত্যুর সংসাপত্র রুমার ভাসুরের কাছে। কিন্তু তিনি মায়ের মৃত্যু সার্টিফিকেট দিতে চাননি। এরপর রুমা সমস্যার সমাধানের জন্য গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের "অধিকার মিত্র" রীতা দাস দত্তের মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক সুক্তি সরকারের কাছে লিখিত আবেদন জমা দেন। আর রুমার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে রুজু হয় প্রি লিটিগেশান মামলা। মীমাংসার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য ডেকে পাঠানো হয় রুমার ভাসুরকে। এরপর প্রথম শুনানিতেই বিচারকের উপস্থিতিতে রুমার ভাসুর তাঁকে অনুছায়া দেবীর মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়ে দেন।

ভোটের প্রচারে সবকিছু ফ্রিতে দেওয়ার ঘোষণা, মানুষের কাজের ইচ্ছাই চলে যাচ্ছে: সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

যে কোনও নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নানা প্রকল্পের ঘোষণা করে। বিনামূল্যে রেশন থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার কথা ঘোষণাও করা হয়। আবার অনেক রাজ্য সরাসরি টাকাও দেয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। এই বিষয়টি নিয়েই কার্যত আপত্তি সুপ্রিম কোর্টের।

কেন্দ্র যে দারিদ্র দূরীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে তার রিপোর্টও চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কত দিনের মধ্যে এই উদ্যোগ

এরপর ৪ পাতায়

মমতা ছেড়ে প্রণব-পুত্রের কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পুরনো দলে ফিরছেন তা একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল। সেইমতো কংগ্রেসে যোগ দিলেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র তথা প্রাক্তন সাংসদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। বুধবার কলকাতায় কংগ্রেসর সদর দফতর বিধান ভবনে যোগদান পর্বের আয়োজন করা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কংগ্রেসে ফিরলেও তিনি আবার সক্রিয় রাজনীতি করবেন?তৃণমূলে যোগ দিলেও অভিজিৎকে গত তিন-চার বছর সেই ভাবে সক্রিয় রাজনীতি করতে দেখা যায়নি। এত দিন কিছুটা অন্তরালেই ছিলেন প্রণব-পুত্র। ২০২৪ সালেও এক বার শোনা গিয়েছিল, তিনি কংগ্রেসে ফিরছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। তবে দিন কয়েক ধরেই আবার নতুন করে অভিজিতের কংগ্রেসে ফেরা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। দিল্লি কংগ্রেসের তরফে সেই বার্তা প্রদেশ কংগ্রেস দফতরে পৌঁছতেই অভিজিতের যোগদানের প্রস্তুতি শুরু হয়। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীরের উপস্থিতিতে পুরনো দলে ফিরলেন প্রণব-পুত্র। যোগদানের অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-সহ অন্যান্য

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

ছাব্বিশের আগে গ্রামমুখী বাজেট মমতার

হল গ্রামাঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নে। তৃণমূল নেত্রী নিশ্চিত করতে চাইছেন, ভোটের আগে গ্রামবাংলার সাধারণ ভোটারদের মধ্যে যেন কোনওরকম অসন্তোষ না তৈরি হয়।

রাজ্য বাজেটে এবার মূলত গ্রামাঞ্চলের পরিকাঠামোতে নজর দেওয়া হয়েছে।বন্যা প্রতিরোধ থেকে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটা সম্ভব পরিকাঠামো খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। চলতি বছর গত দেড় দশকের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে রাজ্য। সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়া হয়েছে বাজেটে। ২০০ কোটি টাকা খরচ 'নদী বন্ধন' প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। বন্যা রোধে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি হবে ওই প্রকল্পে। সঙ্গে হবে কর্মসংস্থানও। ঘাটালবাসীর দীর্ঘদিনের দুর্দশা ঘোচানোর উদ্যোগও দেখা গিয়েছে পঁচিশের রাজ্য বাজেটে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য আলাদা নতুন করে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে ৩৪০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই খরচ করা হয়েছে। আগামী ২ বছরে ওই প্রকল্পে বরাদ্দ আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটের উন্নয়নের জন্য গত কয়েক বছরে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। এ বছর সেই বরাদ্দের পরিমাণ আরও দেড় হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। এই প্রকল্পে ৩৭ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি এবং সংস্কার করা হবে। আসলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্থানীয় ঠিকাদার বা পঞ্চায়েতের গাফিলতিতে রাস্তাঘাট সময়মতো মেরামত হচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে সেই নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হওয়ার আগেই পদক্ষেপ করছে রাজ্য। এবারের বাজেটে আরও ১৬ লক্ষ মানুষকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আওতায় আনার ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ছাব্বিশের আগেই আরও ১৬ লক্ষ মানুষ রাজ্য সরকারের সুবিধাভোগীর তালিকায় চলে আসবে। বাজেটে বলা হয়েছে, আরও সাড়ে তিনশো সুফল বাংলার স্টল খোলা হবে রাজ্যজুড়ে। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে স্বপ্নমূল্যে সবজি-আনাজ পৌঁছে দেওয়ার পথ আরও সুগম করতে চাইছে রাজ্য। এছাড়া রাজ্যের তৃণমূল সরকারের আমলে প্রায় শ'খানেক জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি চলে। সেই প্রকল্পগুলি চালাতে নিতান্ত কম খরচ হয় না। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী দিনে ওই প্রকল্পগুলির আওতায় যাতে আরও বেশি মানুষকে সুবিধা দেওয়া যায়, সেদিকে নজর দেওয়া হবে। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে, বাজেটে গ্রামের ভোটারদের দিকে বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছে।

(১ম পাতার পর)

বাজেট অধিবেশনের পর সাংবাদিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী মমতার

কীভাবে সম্ভব তারও রূপরেখা জানালেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "দেউচা-পাচামি থেকে আমরা যে কয়লা পাব, তাতে ১০০ বছর যে বিদ্যুৎ তৈরি করব, সেই পাওয়ারে আমাদের বিদ্যুতের দাম আগামীদিনে...যখন কয়লাটা উৎপাদিত হয়ে যাবে ...অনেক কমে যাবে। রাজ্য সরকার বিদ্যুতের দাম না বাড়ালেও, CESC বাড়ায়। মানুষকে অনেকটাই ভুগতে হয়। ওটা আমাদের হাতে নেই। ওটা স্বশাসিত সংস্থা। সিপিএম থাকাকালীন দিয়ে গেছে। ওদের দিল্লির একটা কী বোর্ড আছে, সেই বোর্ডের মাধ্যমে। তা সত্ত্বেও বলছি, আগামী দিনে বিদ্যুতের দাম অনেক সস্তা হয়ে যাবে। এই দেউচা-পাচামিটা হতে পারলে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দেউচা পাচামি...যেসব জমি ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে, তাদের অনেক ছেলে-মেয়েকে আমরা কর্মসংস্থান করে দিয়েছি। অনেক ছেলে-মেয়ে হোমগার্ডে চাকরি পেয়েছে। যাঁরা ইচ্ছায় দিয়েছেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ ..। বাড়ি, গাড়ি, স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল সবই এলাকায় তৈরি হবে। তাছাড়াও আমরা একটা ক্ষতিপূরণ বাড়ি-ঘর বই দিচ্ছি। এখন যেটা কাজ শুরু হয়েছে আমাদের জমিতে হচ্ছে। প্লাস আরও কিছু জমি যাঁরা দিতে চাইবেন, আমরা নেব। যাঁরা বাকি আছেন, এখনকার লোকেরা যেমন কর্মসংস্থান পেয়েছেন, যেমন টাকা-বাড়ি পেয়েছেন, নতুনও যাঁরা দেবেন তাঁরাও কিন্তু সেটা পাবেন। এটা সারা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা শিল্প। আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য, ১০০ বছর যাতে তাঁদের লোডশেডিং ফেস করতে না হয় এবং বিদ্যুতের দাম যাতে বেড়ে না যায়...সস্তায় বিদ্যুৎ পান, তাই এই প্রকল্প তৈরি করছি। সেখানে অনুসারী শিল্প মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ ছেলে-মেয়ের ওখানে কাজ হবে। শুধু দেউচা-পাচামিতে।"

রাজ্য জুড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নতি হলেও, এখনও গরমের সময় অনেক জায়গাতেই বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। অত্যধিক গরমে লোডশেডিং হওয়ায় অনেক গ্রামের মানুষকে নাজেহাল হতে হয়।

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ অঙ্কিতার আরজি, এবার কী হবে চাকরির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে গেল অঙ্কিতা অধিকারীর আরজি। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষিকার চাকরি পেয়েছিলেন অঙ্কিতা। তিনি বেআইনি ভাবে চাকরি পেয়েছেন, এই অভিযোগে মামলা দায়ের করেছিলেন চাকরিপ্রার্থী ববিতা সরকার। সেই মামলায় ২০২২ সালের ১৭ মে অঙ্কিতার চাকরি বাতিল করেছিলেন তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।অঙ্কিতা অধিকারীর বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি তরফে জানানো হয়, যেহেতু আগেই কোর্টের নির্দেশে তার চাকরি গিয়েছে, তাই সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামায় অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় তাঁর নাম আর রাখা হয়নি।এসএসসি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের

এরপর ৬ পাতায়

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা ভাঙ্গনখালি, সোনাখালী, চুনাখালী ও বাসন্তীর পার্শ্ববর্তী এলাকার ইন্ডেন গ্যাসের উপভোক্তাদের জানানো যাইতেছে যে, ক্যানিং গ্যাস সার্ভিসের অধিনের সকল ইন্ডেন গ্যাস উপভোক্তাদের অদ্য ১১/০২/২০২৫ তারিখ হইতে ইন্ডিয়ান ওয়েল কঃ লিঃ মিঃ দ্বারা মাতলা এল পি জি ইন্ডেন গ্রামীন বিতরক (সঞ্জয়পল্লী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা) এর আধিনে স্থানান্তরিত করা হইল।

কোন রকম সমস্যা বা জিজ্ঞাসা থাকলে নিম্ন নম্বরে যোগাযোগ করুন ৮১১৬৯৯৭০৫৬/ ৭৪৭৯১৫৯৬৯৭, অনলাইন বুকিং নং ৭৭১৮৯৫৫৫৫৫/ ৮৪৫৪৯৫৫৫৫৫

সম্পাদকীয়

ফরাসি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক আলোচনা

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরে সুসম্পর্কের এক নিদর্শন পাওয়া গেল গতকাল। ফরাসি রাষ্ট্রপতির বিশেষ বিমানে দুই নেতা প্যারিস থেকে মার্সেই যান। তাঁরা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পর্যালোচনা করেন। মার্সেইতে পৌঁছনোর পর প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক হয়। ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে উভয় নেতা তাঁদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। গত ২৫ বছর ধরে এই সম্পর্ক একটি বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাপনায় উন্নীত হয়েছে।

আলোচনায় তাঁরা ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে মতবিনিময় করেন। প্রতিরক্ষা, অসামরিক পারমাণবিক শক্তি এবং মহাকাশের মত কৌশলগত ক্ষেত্রে সহযোগিতার পর্যালোচনা করেছেন উভয় নেতা। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে কিভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সদ্যসমাপ্ত এআই অ্যাকশন সামিট এবং আসন্ন ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবন বর্ষ, ২০২৬-এর আবহে এই অংশীদারিত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রী মোদী এবং শ্রী ম্যাক্রোঁ বিনিয়োগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেন। ভারত ও ফ্রান্সের বিভিন্ন সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকদের চতুর্দশ ফোরামের প্রতিবেদনকে তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, পর্যটন, শিক্ষা এবং দু'দেশের নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ককে শক্তিশালী করে তুলতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং ফরাসি রাষ্ট্রপতি। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে দুটি দেশ একযোগে কাজ করার বিষয়ে সহমতে পৌঁছেছে।

ভারত-ফ্রান্স দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এই বিবৃতিটি দেখতে চাইলে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন – https://pib.gov.in/ PressReleasePage.aspx?PRID=2102247

প্রধানমন্ত্রীর ফ্রান্স সফরকালে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, অসামরিক পারমাণবিক শক্তি, ত্রিমুখী সহযোগিতা, পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং দু'দেশের নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক সংক্রান্ত ১০টি চুক্তি / সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ১০-১২ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স সফরকালে প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত যে চুক্তি/সমঝোতাপত্রগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলি হল :

কৃত্রিম মেধার বিষয়ে ভারত-ফ্রান্স ঘোষণা; ২০২৬ সালকে ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবনী বর্ষ হিসেবে উদযাপনের জন্য লোগো-র প্রকাশ; ডিজিটাল সায়েন্স-এর বিষয়ে ইন্দো-ফরাসি কেন্দ্র গড়ে তুলতে ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর এবং ফ্রান্সের ইনস্টিটিউট ন্যাশনাল দ্য রিসার্চে এন ইনফরমেটিক এট অ্যান অটোমেটিক (ইনরিয়া)-এর মধ্যে সম্মতিপত্র স্বাক্ষর; ফরাসি স্টার্ট-আপ ইনকিউবেটর স্টেশন 'এফ' এ ১০টি ভারতীয় স্টার্ট-আপ সংস্থাকে সহায়তা করার জন্য চুক্তি।

অসামরিক পারমাণবিক শক্তিক্ষেত্রে যে সমঝোতাপত্র / চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলি হল :

উন্নত মডিউলার রিঅ্যাক্টর এবং ছোট মডিউলার রিঅ্যাক্টরের তৈরির জন্য অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ঘোষণাপত্র; গ্লোবাল সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার এনার্জি পার্টনারশিপ (জিসিএনইপি)-এর সহযোগিতার জন্য ভারতের পারমাণবিক শক্তি দপ্তর এবং ফ্রান্সের কমিশনারেট এ লা এনার্জি অ্যাটমিক এট আউক্স এনার্জিজ অল্টারনেটিভস অফ ফ্রান্স-এর মধ্যে সমঝোতাপত্রের নবায়ন; জিসিএনইপি ইন্ডিয়া এবং ফ্রান্সের ইনস্টিটিউট ফর নিউক্লিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি (আইএনএসটিএন)-এর মধ্যে সহযোগিতার জন্য ভারতের পারমাণবিক শক্তি দপ্তর এবং ফ্রান্সের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মধ্যে চুক্তি কার্যকর করা।

এছাড়াও, দু'দেশের নাগরিকদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য মার্সেইতে একটি ভারতের বাণিজ্যিক দূতাবাস উদ্বোধন করা হয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত সহযোগিতার লক্ষ্যে দু'দেশের পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত মন্ত্রকের মধ্যে সমঝোতার জন্য একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঁয়ত্রিশতম পর্ব)

ভাগীদার হওয়ার চেয়ে এই টাকা ধর্ম কাজে ব্যয় করলে কেউ একটা কথাও বলতে পারবে না।" সন্তোষ রায়ের যুক্তিযুক্ত কথাকে সবাই একবাক্যে সমর্থন করল।

সেই সময় কালীঘাট মন্দিরে ভক্তসমাগম অনেক বেড়ে গিয়েছে কিন্তু মন্দিরের ভগ্নদশা। মন্দিরের নব নির্মান দরকার। সন্তোষ রায় ব্রাহ্মণদের সাথে নিয়ে কালীপ্রসাদ দত্তের দানকৃত টাকায় কালীর মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নতুন মন্দির নির্মাণের আগে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামনাম রায় এবং ভাইপো

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২য় পাতার পর)

ভোটের প্রচারে সবকিছু ফ্রিতে দেওয়ার ঘোষণা, মানুষের কাজের ইচ্ছাই চলে যাচ্ছে: সুপ্রিম কোর্ট

বাস্তবায়িত হবে, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু ভোট-প্রচারে যে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। আগামী ৬ সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। সেদিন এই 'খয়রাতি'র বিষয় নিয়ে কেন্দ্রের তরফে কিছু বলা হয় কিনা সেটা দেখার।দেশের শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ফ্রিতে সবকিছু পেয়ে পেয়ে মানুষের কাজ করার ইচ্ছেই চলে যাচ্ছে।

এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গভই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহর বেঞ্চের বক্তব্য, বিনামূল্যে সবকিছু দেওয়া হবে এমন ঘোষণার ফলে আদতে সমাজের ক্ষতি হচ্ছে, মানুষের কাজ করার ইচ্ছে চলে যাচ্ছে। কিছু না করেই যদি মানুষের ব্যাঙ্কে টাকা ঢুকে যায়, তারা খাবার পেয়ে যায়, বিদ্যুৎ পেয়ে যায়, তাহলে তারা মনে করে কাজ করার দরকার নেই। শহরাঞ্চলে গরিব মানুষের সমস্যা দূর করার লক্ষ্য নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই সংক্রান্ত ইস্যুতে শীর্ষ আদালতে তারা জানিয়েছে, দারিদ্র দূরীকরণ মিশন চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। যারা গৃহহীন হয়ে রাস্তায় রয়েছেন তাদের আশ্রয়েরও ব্যবস্থা করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, এটা ভাল উদ্যোগ তবে তাঁদের সমাজের মূল স্রোত ফিরিয়ে আনার কথাও ভাবতে হবে। এই শ্রেণির মানুষকে কীভাবে দেশের উন্নতি সাধনে কাজে লাগানো যায়, সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

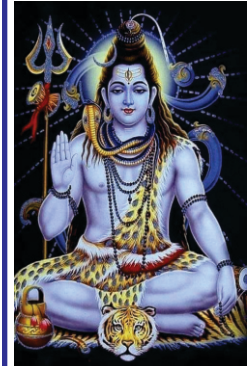

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পুরোহিত তাদের সমস্ত গল্পই বলল। তখন সেই অপ্সরারা তাকে ষোল সোমবার করার পরামর্শ দিল। সেই অনুযায়ী পুরোহিত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ষোলটা সোমবার ধরে এই ব্রত করল। তারপর ভোলানাথের আশীর্বাদে সে রোগমুক্ত হয়ে প্রতি সোমবারই ভোলানাথের পুজো করতে থাকে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পিএম গতি শক্তির অন্তর্গত নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং গ্রুপের ৮৭তম বৈঠকে পরিকাঠামো সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন নিয়ে পর্যালোচনা

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

পিএম গতি শক্তির অন্তর্গত নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং গ্রুপ (এনপিজি)-র ৮৭তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে একটি মেট্রো রেলের প্রকল্প, একটি আরআরটিএস, দুটি সড়ক প্রকল্প এবং একটি বিমানবন্দর নির্মাণের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে তার পর্যালোচনা করা হয়। শিল্পোৎসাহ এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব শ্রী ই শ্রীনিবাস বৈঠকের পৌরোহিত্য করেন। যে প্রকল্পগুলির পর্যালোচনা করা হয়েছে সেগুলি হল :

দিল্লি-পানিপথ-কার্নাল নমো ভারত প্রকল্প (আরআরটিএস করিডর)

আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক দিল্লি-পানিপথ-কার্নাল নমো ভারত প্রকল্প বাস্তবায়নের যে প্রস্তাব করে, ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন তা বাস্তবায়িত করছে। দিল্লির সারাই কালে খান এবং হরিয়ানার কার্নালের মধ্যে ১৩৬.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ পথে ঘন্টায় ৯০ কিলোমিটার গতিবেগে দ্রুতগামী ট্রেন চলাচল করবে। ফলে, দিল্লি থেকে হরিয়ানার কার্নালে ৩.৫-৪ ঘন্টার পরিবর্তে মাত্র ৯০ মিনিটেই পৌঁছনো যাবে।

পুণে মেট্রো লাইন ৪ : খারাডি-খাড়াকওয়াসলা শাখায় নাল স্টপ-ওয়ারজে-মানিক বাগ-এর মধ্যে ব্রাঞ্চ লাইন

আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক পুণে মেট্রোর চতুর্থ লাইনে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব মহারাষ্ট্র মেট্রো রেলওয়ে কর্পোরেশনকে দিয়েছে। এর ফলে, ৩১.৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

মহাবুবনগর অর্থনৈতিক করিডর

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক ১৬৭ নম্বর জাতীয় সড়ককে গুড়েবেল্লুর-মারিকাল-হাসনাপুর/পতুলামাড়ুগু শাখায় চারলেনের সড়ক নির্মাণের কাজ করছে জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে হায়দরাবাদ ও রায়চুরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

মুঙ্গিয়াকামি-চম্পকনগর (৮ নম্বর জাতীয় সড়কের করিডর)

ত্রিপুরার ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে ২৫.৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ মুঙ্গিয়াকামি ও চম্পকনগরের মধ্যে সড়কের মানোন্নয়নের কাজ করছে জাতীয় মহাসড়ক পরিকাঠামো ও উন্নয়ন নিগম লিমিটেড। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পশ্চিম ত্রিপুরা ও খোয়াই জেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে।

অযোধ্যাধামে মহাঋষি বাল্মিকী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দ্বিতীয় পর্যায় অযোধ্যায় ক্রমবর্ধমান বিমানযাত্রীদের চাহিদা পূরণের জন্য মহাঋষি বাল্মিকী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে এই বিমানবন্দরে ব্যস্ত সময়ে ৬৭৪ জন যাত্রী যাতায়াত করতে পারেন। এছাড়াও এখানে প্রতি বছর ১০ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করার সংস্থান থাকছে। যাত্রীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে নতুন একটি সুসংহত টার্মিনাল বিল্ডিং গড়ে তোলা হবে। এর ফলে, ব্যস্ত সময়ে ৪ হাজার জন যাত্রী এই বিমানবন্দর ব্যবহার করতে পারবেন। বছরে ৬০ লক্ষ যাত্রী যাতে বিমানবন্দরটি ব্যবহার করতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ভারত ও ফ্রান্সের বিভিন্ন সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকদের চতুর্দশ ফোরামে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি শ্রী ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ আজ প্যারিসে ভারত ও ফ্রান্সের বিভিন্ন সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকদের চতুর্দশ ফোরামে যৌথভাবে ভাষণ দিয়েছেন। এই ফোরামে প্রতিরক্ষা, আকাশপথে চলাচল, অত্যাধুনিক গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি, পরিকাঠামো, উন্নত নির্মাণ, কৃত্রিম মেধা, জীবন-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, খাদ্য ও আতিথেয়তা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত দুই দেশের সংস্থাগুলির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকরা (সিইও) উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে, দুটি দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বে গতি এসেছে। ভারতের স্থিতিশীলভাবে নীতি গ্রহণ এবং সম্ভাব্য নীতিগুলি সম্পর্কে সহজেই পূর্বাভাস পাওয়ার ফলে বিদেশি সংস্থাগুলি এ দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ বোধ করে। সম্প্রতি পেশ হওয়া বাজেটে যে সংস্কারগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, বর্তমানে বীমা সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সংস্থান রাখা হয়েছে। এসএমআর এবং এনএমআর প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে অসামরিক পারমাণবিক শক্তিক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। শুল্কের হারকে যুক্তিসঙ্গত করা হয়েছে। আয়করের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়মাবলীর সরলীকরণ করার ফলে জীবনযাত্রা আরও সহজ হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক নীতি গ্রহণ করার বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আর্থিক প্রশাসনের প্রতি আস্থা অর্জনের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের নিয়ামক সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। গত কয়েক বছরে ৪০ হাজারের বেশি বিধি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাকে সহজ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় ফরাসি সংস্থাগুলিকে অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, মহাসড়ক, অসামরিক বিমান চলাচল, মহাকাশ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ফিনটেক এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের দক্ষতা, প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রশংসিত হচ্ছে। কৃত্রিম মেধা, সেমি-কন্ডাক্টর, কোয়ান্টাম, ক্রিটিক্যাল মিনারেল এবং হাইড্রোজেন মিশনের মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণও সমাদৃত হচ্ছে। ফরাসি সংস্থাগুলিকে ভারতের উন্নয়নে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। উদ্ভাবন, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক অংশীদারিত্বে দুটি দেশ একযোগে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০-কোটি টাকা বরাদ্দ রাজ্য সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা :- চর্চা চলে আসছে কয়েক যুগ ধরে। কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি আজও। রাজ্য রাজনীতিতে 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' তাই 'হট টপিক'। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এবার সেই 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' নিয়ে বড় ঘোষণা করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' বাস্তবায়িত করতে বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য।তৃণমূলের তারকা সাংসদ দেব ওরফে দীপক অধিকারী 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' বাস্তবায়িত

করার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। রাজ্যের ঘোষণায় তিনিও প্রতিক্রিয়া জানালেন।বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্য সরকার বাজেট পেশ করেছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটিই মমতা সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। আর তাতে ঘাটালকে প্রাধান্য দিলেন মমতা। জানিয়ে দিলেন, 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' বাস্তবায়িত করতে প্রাথমিক ভাবে ৫০০ কোটি খরচ করবে তাঁর সরকার। বাজেট পেশের পর এদিন বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠক করেও ঘাটাল নিয়ে মুখ খোলেন মমতা।এদিন মমতা বলেন, "ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। প্রতিবছর বন্যা হয়। হাওড়া ভাসে, হুগলি ভাসে, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ভাসে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে মোট ১৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে। বলে বলেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কিছু পাইনি। এর মধ্যে ৫০০ কোটি ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করে রেখেছি আমরা। ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গিয়েছে ৩৪০ কোটি টাকা।

(৩ পাতার পর)

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ অঙ্কিতার আরজি, এবার কী হবে চাকরির

নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী। কলকাতা হাইকোর্টের একটি নয়, দুটি রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অঙ্কিতা। অন্য মামলাটি হল ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের রায়।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ মামলাটি খারিজ করে দেয়। আদালত জানায়, এত দেরিতে আবেদন করার কারণে মামলা খারিজ করা হল। তাছাড়া ২৬০০০ শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ দুর্নীতি মামলার রায়ের সঙ্গেই এই মামলাটি যুক্ত। ফলে সেই রায় অঙ্কিতা অধিকারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

রাম জন্মভূমি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহন্ত সত্যেন্দ্র দাসজি-র প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রাম জন্মভূমি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহন্ত সত্যেন্দ্র দাসজি-র প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শ্রী মোদী মহন্তকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রের বিষয়ে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন, যিনি সারা জীবন ভগবান শ্রীরামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

"রাম জন্মভূমি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহন্ত সত্যেন্দ্র দাসজি-র প্রয়াণ অত্যন্ত দুঃখজনক। মহন্তজি ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রের বিষয়ে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, যিনি সারা জীবন ভগবান শ্রীরামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। দেশের আধ্যাত্মিক জগৎ এবং সামাজিক কর্মসূচিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যা সর্বদাই শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচিত হবে। তাঁর শোকাহত নিকটজন এবং অনুরাগীরা যাতে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন, ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তি!"

(২ পাতার পর)

মমতা ছেড়ে প্রণব-পুত্রের কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন!

নেতা। সূত্রের খবর, ২০২৬ সালে বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস তাঁকে প্রার্থী করতে পারে।

২০১২ সালে প্রণবের ছেড়ে যাওয়া জঙ্গিপুর থেকে উপনির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে লড়েছিলনে অভিজিৎ। জেতেনও। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও জয় পান তিনি। তবে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে তৃণমূলের খলিলুর রহমানের কাছে হেরে যান। তার পর থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব শুরু। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে জিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন প্রণব-পুত্র।

সিনেমার খবর

‘যৌনতার কিছু বুঝতাম না, অশালীনতা দেখিনি নগ্ন হওয়ায়’

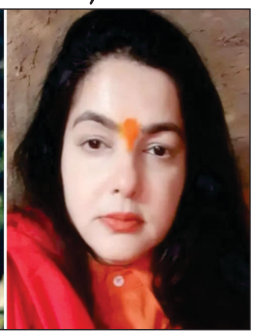

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

এক সময় তার উষ্ণ আবেদনেই মুগ্ধ ছিল বলিউড। ‘ঘাতক’-এর জনপ্রিয় গান ‘কোয়ি যায়ে লেকে আয়ে’ -তে নেচে সবার মন জয় করেছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎই রূপালি পর্দা থেকে হারিয়ে গেলেন মমতা কুলকার্নি।

মাদক পাচার কাণ্ডে জড়িয়ে নাম উঠে আসার পর আরো গা ঢাকা দেন। যদিও বারবার বলেছেন, এসব অভিযোগের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ নেই, বরং আধ্যাত্মিকতার টানেই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন।

সম্প্রতি মহাকুম্ভ মেলায় দুধ গোসল সেরে সন্ন্যাস নিয়েছেন মমতা। আধ্যাত্মিকতার পথ বেছে নিয়ে তিনি বললেন, এটাই আমার সত্যিকারের পরিচয়। এক সাক্ষাৎকারে নিজের অতীত জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন তিনি।

মমতা দাবি করেছেন, অল্প বয়সে, নবম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই তিনি ফটোশুটের প্রস্তাব পেয়েছিলেন। সেই সময়ের সাহসী ছবিগুলো নিয়ে সমালোচনা হলেও মমতা বলেন, আমি বুঝতেই পারিনি ছবিগুলোকে অশালীন বলা যেতে পারে। আমাকে ডেমি মুরের একটি ছবি দেখানো হয়েছিল, সেটায় কোনো আপত্তিকর কিছু দেখিনি।

তিনি আরো জানান, সেই সময় তাকে নিয়ে নানা মন্তব্য করা হলেও তিনি সেসব গুরুত্ব দেননি। আমি তখনও অক্ষতযোনি ছিলাম, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি। কারণ সবার ধারণা, বলিউডে আসতে হলে কোনো না কোনো সহজ পথ বেছে নিতে হয়। মমতা নিজের অবস্থান পরিষ্কার করলেও, বলিউডের অন্যদের নিয়ে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করতে ছাড়েননি। অনেকে অর্থের জন্য ভুল পথ বেছে নেন, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ আমার পরিবারে আর্থিক স্থিতি ছিল।

তিনি দাবি করেন, তিনি যৌনতা সম্পর্কে অবগতই ছিলেন না। তার কথায়, আমি সে সময় যৌনতা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। নগ্নতার রূপ সম্পর্কেও অবগত ছিলাম না। তাই বুঝতেই পারিনি, এটা অশালীন।

‘ঘাতক’ সিনেমার বিখ্যাত গানের প্রসঙ্গে মমতা বলেন, মাধুরী দীক্ষিত বা অন্য নৃত্যশিল্পীরাও যখন নাচেন, তখন গানের কথায় মন দেন না। তারা নাচেন নিজের ছন্দে। আমিও তাই করেছি। আজ মমতা কুলকার্নি আধ্যাত্মিকতার পথে। তার বক্তব্য, “আত্মার শান্তি খুঁজে পেয়েছি সন্ন্যাসে। জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়ার জন্য আমার এই যাত্রা।

কেন রাতারাতি বলিউড ক্যারিয়ার শেষ হয় তনুশ্রীর?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

তনুশ্রী দত্তকে মনে আছে? ইমরান হাসমির সঙ্গে ‘আশিক বানায়া আপনে’ সিনেমায় তার সেই গানের কথা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই? এখনো ৪০ পেরোননি তনুশ্রী। তবে অভিনয় জগৎ থেকে তার বিদায় ঘটেছে বেশ কিছু বছর আগেই। এমনকি চেহারাতেও ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। কী কারণে হঠাৎ করেই বলিউড থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন তনুশ্রী?

অভিনেত্রী সরাসরি আঙুল তুলেছেন, বলিউড মাফিয়াদের দিকে। নানা পাটেকরের বিরুদ্ধে মুখ খোলার পরেই নাকি তার জীবন হয়ে উঠেছে নরক– এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছিলেন তিনি।

২০১৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এক সাক্ষাৎকারে তনুশ্রী দাবি করেছিলেন, ২০০৯ সালের ‘হর্ন ওকে প্লিজ’ সিনেমার শুটিংয়ের সময় নাকি তাকে বাজেভাবে ছুঁয়ে দেখেন নানা পাটেকর। কার্যত এর পর থেকেই বলিউডে শুরু হয় #মিটুর ঝড়। একের পর এক নায়িকা, বলি প্রযোজক পরিচালকের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন। তবে নানা পাটেকরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খানিক অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়।

তনুশ্রী বাঙালি হলেও জামশেদপুরে জন্ম তার। তবে বাংলার সঙ্গে তার ছিল গভীর যোগ। বলিউড থেকে কার্যত হারিয়ে যাওয়ার পর বিদেশে চলে যান তনুশ্রী। ২০২০ সালে দেশে ফিরে আসেন তনুশ্রী। প্রকাশ্যেই জানান, ওই বলিউডের বড় নামদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার কারণে তিনি কর্মহীন।

এক পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, আমি আমার ক্যারিয়ার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছি। মানুষ আমার সঙ্গে কাজও করতে চাইছে। সিনেমার অফারও পাচ্ছি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব ভেস্তে যাচ্ছে।

আজও কাজ সেভাবে মেলেনি তার। কাজের খোঁজে এই বাঙালি কন্যা।

শুটিংয়ে মেজাজ হারিয়ে যে কাণ্ড ঘটান রঞ্জিত মল্লিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

টলিউডের তিনি বেল্ট ম্যান। না, কথিত কোনো সংলাপ নয়, কবে থেকে যে এই তকমাটা অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের গায়ে লেগে গিয়েছিল, তিনি নিজেও জানেন না। চাপকে পিঠের চামড়া তুলে দেব, এই সংলাপটাই তার ইউএসপি হয়ে যায় একটা সময়ের পর। এক সাক্ষাৎকারে রঞ্জিত মল্লিক জানিয়েছিলেন, বেশ কিছু সিনেমায় তিনি নিজের বেল্ট খুলে ভিলেনদের শাস্তি দিয়েছিলেন, তবে থেকেই এই তকমা।

জি বাংলার টক শো অপুর সংসারে এসে এই মর্মেই মুখ খুলেছিলেন অভিনেতা। জানান, তিনি এই বিষয় বেশ শক্ত হাতেই শাস্তি দিতে পছন্দ করেন। ন্যায়ের পক্ষে তার চরিত্র যেভাবে দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে এই রূপটাই স্বাভাবিক। তাই বলে অভিনয়ের নামে

সত্যি সত্যি মার?

অভিনেতা দীপঙ্কর দে একবার এই শোয়ের সঞ্চালক শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন, তিনি রীতিমতো মার খেয়েছিলেন রঞ্জিত মল্লিকের হাতে। অ্যাকশনের আগে রঞ্জিত মল্লিক নিজেই সবাইকে সাবধান করে দিলেন, দূরে থাকতে বলতেন। সবাইকে সতর্ক করে জানাতেন, যাতে কেউ বেশি না এগোয়। কিন্তু পরিচালক অ্যাকশন বললে তিনি নিজেই নাকি ১০ পা এগিয়ে এসে মারতে শুরু করেন।

দীপঙ্কর দের এই মজার কাহিনি শুনে সেটে উপস্থিত সবাই হেসে ফেলেন। খোদ রঞ্জিত মল্লিকও বিষয়টা বেশ উপভোগ করেছিলেন। পাশাপাশি স্বীকারও করেছিলেন, যে তার হাতে বহু অভিনেতা তথা ভিলেন চরিত্ররাই মার খেয়েছেন। রঞ্জিত মল্লিকের কথায় এই চরিত্রগুলোই এমন থাকত। তিনি সহজেই গভীরে ঢুকে যেতেন। ফলে এমন অনেক সময়ই হয়ে যেত।

রঞ্জিত মল্লিক বিভিন্ন স্বাদের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যা দর্শকদের মনে আজও জায়গা করে নিয়েছে। তবে একটা সময়ের পর এমন কিছু চরিত্র তার ঝুলিতে আসে যা থেকে তার চরিত্রের প্রতি দায়িত্ববোধ অনেক বেড়ে যায়। তিনি নিজেই জানান, শুক্র সিনেমায় ছোট্ট শিশুটি যখন খাবারের অভাবে কাঁদে, তার চোখেও জল চলে আসত।

ওডিআই-তেও ইংল্যান্ডকে ক্লিনসুইপ করল ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের মাটিতে যে বাড়বল সম্ভব নয়, টেস্ট ফরম্যাটে এর উদাহরণ আগেই পেয়েছিল ইংল্যান্ড। তখন অবশ্য ব্রেন্ডন ম্যাকালাম শুধুমাত্র টেস্টেরই কোচ ছিলেন। এখন তিন ফরম্যাটেই ইংল্যান্ডের কোচ ম্যাকালাম। সদ্য পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৪-১ ব্যবধানে জিতেছিল ভারত। এ বার ওয়ান ডে সিরিজে ইংল্যান্ডকে ক্লিনসুইপ করলেন রোহিতরা। সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে ১৪২ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়। সিরিজের ফল ভারতের পক্ষে ৩-০। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে এই জয় আত্মবিশ্বাস বাড়াবে সন্দেহ নেই।

জসপ্রীত বুমরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়েছেন। ভারতের বেঞ্চ সেই ধাক্কা সামলাতে পারবে কি না বলা কঠিন। তবে ইংল্যান্ড সিরিজে বোলিং পারফরম্যান্স ভরসা দিচ্ছে ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা ও কোচ গৌতম গম্ভীরকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই সিরিজেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন স্পিনাররা। আমেদাবাদে তৃতীয় ওয়ান ডে-তে নজর ছিল সামিকে ছাড়া ভারতীয় বোলিং কেমন পারফর্ম করে। সামির পাশাপাশি বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল জাডেজাকেও। খেলতে পারেননি বরুণ চক্রবর্তীও।

বোর্ডে ৩৫৬ রানের পুঁজি। নতুন বলে শুরুটা অবশ্য খুব ভালো হয়নি ভারতের। ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার বেন ডাকেট ও ফিল সল্ট চাপে রাখেন ভারতীয় বোলিংকে। প্রথম ব্রেক থ্রু দেন বাঁ হাতি পেসার অর্শদীপ সিং। ইংল্যান্ডের রানের গতি ঠিক থাকলেও নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট নিতে থাকেন ভারতীয় বোলাররা। পেস হোক বা স্পিন, সার্বিক ভাবে বোলিং আক্রমণ ভালো পরফর্ম করেছে। অর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানা ২টি করে উইকেট নেন। তেমনই অলরাউন্ডার হার্দিক ও অক্ষরের ঝুলিতেও দুটি করে উইকেট। কুলদীপ যাদব এবং ওয়াশিংটন সুন্দর একটি করে উইকেট নিয়েছেন। নজরে এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

'চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনাল খেলবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে উপমহাদেশের মাটিতে, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই হট ফেভারিট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে ভারত। সাম্প্রতিক সময়ের সব আইসিসি ইভেন্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করা অস্ট্রেলিয়াও শিরোপার অন্যতম বড় দাবিদার। ভারতের সাবেক কোচ রবি শাস্ত্রী এবং অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার রিকি পন্টিং মনে করছেন, এই দুই দলকেই ফাইনালে দেখা যেতে পারে। আইসিসি রিভিউ অনুষ্ঠানে রবি শাস্ত্রী বলেছেন, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সেমি-ফাইনালে দেখা যেতে পারে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে। তবে ফাইনালে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার খেলার সম্ভাবনাই বেশি।

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক পন্টিং বলেন, ভারত ও অস্ট্রেলিয়াকে টপকে যাওয়া কঠিন। এই মুহূর্তে উভয় দেশের খেলোয়াড়দের মানের কথা চিন্তা করুন, আর সাম্প্রতিক সময়ের দিকে ফিরে তাকান। যখনই ফাইনাল এবং আইসিসির বড় আসরগুলো হয়েছে এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত কোথাও না কোথাও ছিল।' তবে পাকিস্তানেরও চমক দেখানোর সামর্থ্য আছে বলে মনে করেন পন্টিং। তিনি বলেন, 'অন্য যে দলটি এই মুহূর্তে ভালো ক্রিকেট খেলছে, তারা হলো পাকিস্তান। গত কিছুদিন ধরে ওয়ানডেতে তাদের সময়টা অসাধারণ কেটেছে।' 'আমরা জানি, বড় টুর্নামেন্টগুলিতে তারা সবসময় অনুমেয় দল নয়। তবে মনে হচ্ছে, তারা সমস্যাগুলো কিছুটা সমাধান করেছে।'-যোগ করেন তিনি।

রোহিত-কোহলিকে কড়া বার্তা গম্ভীরের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাকি আর ১৭ দিন। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আরও একটি আইসিসি ট্রফি জিততে চায় ভারত। সেই প্রতিযোগিতায় রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির কাঁধে থাকবে বড় দায়িত্ব। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে বুঝিয়ে দিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর।

শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের একটি অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরিকল্পনা নিয়ে মুখ খোলেন গম্ভীর। ব্যাটে রান না থাকলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে রয়েছেন রোহিত ও কোহলি। রোহিতই অধিনায়ক। গম্ভীরের মতে, তাদের অভিজ্ঞতা ভারতের বড় সম্পদ। সেই কারণেই দুই ক্রিকেটারকে তাদের দরকার।

২০২৩ সালে দেশের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে হেরেছিল ভারত। বিশ্বকাপে রাউন্ড রবিন ফরম্যাটে খেলা হয়। ফলে ফেরার সুযোগ থাকে। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ম্যাচের সংখ্যা কম। ফলে সব ম্যাচ সমান গুরুত্বপূর্ণ।

গম্ভীর বলেন, "রোহিত, কোহলির বড় দায়িত্ব রয়েছে। এখনও দেশের হয়ে খেলার খিদে ওদের রয়েছে। দেশের হয়ে খেলার আবেগ ওদের রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বিশ্বকাপের থেকে আলাদা। এখানে প্রতিটা ম্যাচ সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটা ম্যাচই নকআউট। আমার কাছে সাজঘরে রোহিত ও কোহলির বড় ভূমিকা রয়েছে। ওদের দেখে বাকিরা অনুপ্রাণিত হবে। বাকিরাও নিজেদের সেরাটা দেবে। কোহলি, রোহিত দলকে নেতৃত্ব দেবে। এটাই ওদের বড় কাজ।"

২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। এই ম্যাচের দিকে গোটা ক্রিকেটবিশ্ব তাকিয়ে থাকে। তবে আলাদা করে একটি ম্যাচ নিয়ে ভাবছেন না গম্ভীর। তার কাছে প্রতিটি ম্যাচ সমান।

গম্ভীর বলেন, "আমরা এটা ভেবে যাচ্ছি না যে ২৩ ফেব্রুয়ারি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে পাঁচটা ম্যাচই সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটা ম্যাচ জেতা। তাই প্রতিটা ম্যাচ সমান গুরুত্ব দিয়ে খেলব। হ্যাঁ, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে আবেগের একটা জায়গা আছে। কিন্তু খেলা তো সেই ব্যাট আর বলের।"

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের প্রথম ম্যাচ ২০ ফেব্রুয়ারি। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে সামনে পাকিস্তান। তৃতীয় ম্যাচ নিউ জ়িলান্ডের বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতার আয়োজক দেশ পাকিস্তান হলেও ভারত তাদের সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলবে। সেমিফাইনালও সেখানে। ভারত যদি ফাইনালে ওঠে তা হলে সেই ম্যাচও দুবাইয়ে হবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR